আজকের কাগজ

তারিখ ...17 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা

অবশেষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষাসমূহও হয়ে গেছে স্থগিত। কারণ সেই একই– সন্ত্রাস। গত প্রায় একমাস ধরে ময়মনসিংহে অবস্থিত এ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে হানাহানি সংঘাত লেগেই ছিলো। ২৩ জানুয়ারি একজন ছাত্রনেতা নিহত হলে পরিস্থিতি আরো অবনতিশীল হয়ে পড়ে। গত কদিনে এখানে আহত হয়েছে আরো ৩০ জন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বলবেন যে, এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা না করে উপায় ছিলো না কারণ এতে আরো কিছু জীবন হুমকির সম্মুখীন হতো।

কথাটি সত্যি, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই রকমই পরিস্থিতিতে এবং এ রকমই অজুহাতে বার বার দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের কারণের ভিন্নতা থাকলেও পরিণতি ঘটছে একই– অর্থাৎ অকালে কিছু জীবনহানি ঘটছে, তারপর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্থগিত হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা, ছাত্র–ছাত্রীদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কিছু মূল্যবান সময় যার ক্ষতিপূরণ কখনো হবার নয়।

এই যে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ, একে কি উৎপাটন সম্ভব নয় ? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনীতির অগ্নিবলয়ে ছাত্র শক্তিতে আহুতি না দিয়ে কি রাজনীতি করা সম্ভব নয় ? মৌলবাদী আধিপত্যবাদী রাজনীতি কি গণতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য ?– খুব সম্ভব এসব প্রশ্নগুলোর সদুত্তর খুঁজে নিয়ে গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে পারলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শান্ত হতে পারে, সেখানে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসতে পারে।

তারুণ্যের শক্তি অপচয় করে কোনো জাতি কি বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে ? উপরন্তু যে দেশে শিক্ষিত লোকের সংকট সে দেশে যখন শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপারটাই গৌণ হয়ে গিয়ে ক্ষমতার আস্ফালন মুখ্য হয়ে উঠেছে তখন সমূহ বিপদের আশংকা না করে উপায় নেই। এই যে একর পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করা এটা কি কোনো ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার অংশ ? এ প্রশ্নেরও উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে। সকল গণতান্ত্রিক পক্ষকে এ ব্যাপারে সচেতন ভূমিকা নিতে হবে অবিলম্বে।